দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

শুধু শিক্ষার্থীরাই যেন বলির পাঁঠা

হোসাইন মোহাম্মদ সাগর

ছুটি শেষ করে জানুয়ারিতে অবরোধ শুরুর দিকে যখন ঢাকায় ফিরলাম, তখন দূরপাল্লার একটি গাড়ির টিকেট কেটেও শেষ পর্যন্ত আর সেই গাড়িতে আসা হয়নি। কেননা অবরোধের জন্য দূরপাল্লার গাড়িগুলো সেদিন শুক্রবারেও বন্ধ ছিল। অবরোধের মাঝামাঝি পর্যায়ে ক্যাম্পাসে ক্লাস না হওয়ায় আবার গ্রামে ফিরতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, দূরপাল্লার গাড়িগুলো শুক্র-শনিবারসহ শুধু রাতেই চলছে। আর এই কয়েকদিন আগে ঢাকায় ফিরতে গিয়ে দেখলাম, রাজপথে হরতাল-অবরোধের কোনো চিহ্নই নেই। তবে ঢাকায় ফিরেই হরতালের কারণে তিন দফায় পেছানো পরীক্ষাগুলো দিতে হলো শুক্রবার আর শনিবার। ডে-শিফটের শিক্ষার্থী হয়েও পরীক্ষায় বসতে হলো সন্ধ্যায়; মাগরিবের আজানের সময়। আর যখন পরীক্ষা শেষ করে বের হলাম, ততক্ষণে এশার আজান শেষ হয়ে গেছে।

হরতালের কারণে পরবর্তী পরীক্ষার তারিখ আবার ঘোষণা করা হলো সারা সপ্তাহ শেষে পরবর্তী শুক্র-শনিবার। আর শুধু আমার কথাই বা বলছি কেন? এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তো এখনো রুটিন পরিবর্তন হওয়া প্রতি শুক্র ও শনিবারে পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। যদিও গত ১০ মার্চ তাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল, তবে এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না তাদের পরীক্ষা কবে শেষ হবে! আর এই হরতাল-অবরোধের কারণে বন্ধ হয়ে আছে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা থাকলেও হচ্ছে না ক্লাস। যার ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটে থাকা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে আরো অনিশ্চিত। কেননা দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনো চার বছরের কোর্স শেষ করতে সময় লাগে ছয়/সাত বছর।

এদিকে নিয়মিত ক্লাস বা পরীক্ষা না হওয়ায় লেখাপড়াতেও ঠিকমতো মনোযোগী হতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। আবার এসএসসি পরীক্ষা যতদিন শেষ না হবে, ততদিন কলেজে ভর্তিও নয়। এপ্রিল থেকেই আবার এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। অথচ সে সময়ের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষাই শেষ হবে কি না, তা বলা যাচ্ছে না।

হরতালের কারণে দেশের চার কোটি ৭৫ লাখ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বারবার পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে পরীক্ষার্থীরা। ফলে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা হচ্ছে খারাপ। আবার ক্লাস না হওয়ায় লেখাপড়াও হচ্ছে না ঠিকভাবে। সপ্তাহে যে দুটি দিন একটু সুযোগ থাকে, সে দুটি দিনেও আবার এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র বা অন্যান্য পরীক্ষা থাকায় ক্লাস হচ্ছে না অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আবার এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে নতুন বছরে এখন পর্যন্ত একটাও ক্লাস বা পরীক্ষা হয়নি। আর লেখাপড়া না করে শুধু পরীক্ষা দিয়েই বা কি হবে! এ ক্ষতি কি কখনো পূরণ হবে আমাদের?

চলমান হরতাল-অবরোধের মধ্যেও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে শেয়ারের। সম্ভাবনা বাড়ছে দেশের সফটওয়্যার খাতে। আসছে কৃষিপণ্যে সাফল্য, বাড়ছে বৈদেশিক বাণিজ্য। ব্যাংকের লেনদেনও রয়েছে নিয়মিত। শুধু ভোগান্তি পোহাচ্ছি আমরা শিক্ষার্থীরা। শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা নাহয় কোচিং করে কিছুটা হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে; কিন্তু গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কী হবে? তারাও তো এদেশেরই নাগরিক। আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী। আমরা রাতের বেলা চুরি করে বোমা বানাতে যাই না বা রাস্তায় পেট্রোলবোমা হাতে দাঁড়িয়ে যাত্রীবাহী বাসের জন্য অপেক্ষা করি না। দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী এখনো ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। তবে তারা কেন এমন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবে?

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি